সুতো কাটার সাথে বস্ত্রশিল্পে জড়িয়ে থাকে বয়ন বা বুননের কাজ (weaving)। ইংল্যান্ডে সুতো কাটা হত প্রচুর, কিন্তু সেই তুলনায় তাঁতি যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল না। ফলে দরকার হল এমন যন্ত্রের যে যন্ত্র একজন বা দুজন চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কাপড় বুনতে পারবে। ১৭৩৮ সালে **জন কে** (John Kay) **উড়ন্ত মাকু** (Flying Shuttle) আবিষ্কার করে এই সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন। এই যন্ত্রে মাকুটি দুটি দড়ির মধ্যে বাঁধা থাকত এবং দ্রুতগতিতে তা যন্ত্রের এদিক থেকে ওদিকে চলা ফেরা করতে পারত। একটি হাতলের সাহায্যে তা চালানো হত। এর ফলে বাড়িতে বসেই তাঁতিরা অনায়াসেই অনেক বড় বড় কাপড় অল্প সময়ের মধ্যে বুনে ফেলতে পারত। এর ষাট-সত্তর বছরের মধ্যে **কার্টরাইট, জনসন এবং হরকস** (Cartwright Johnson and Horrocks) শক্তি চালিত বুনন যন্ত্র আবিষ্কার করে কাপড় বোনার শিল্পে বিপ্লব এনে দিলেন। সূতিবস্ত্র শিল্পে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত হস্ততাঁত চালু ছিল। শক্তিচালিত তাঁতে লম্বা পশম (যাকে বলা হত 'উশ'—worsted) বোনা শুরু হয় ১৮২০ থেকে ১৮৩০-এর দশকে। কিন্তু ১৮২০ থেকে ১৮৩০-এর দশকে। কিন্তু ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর দশকের আগে পশম ফ্যাক্টরি শিল্প হয়ে উঠতে পারেনি। ১৮৫০-এর দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লিনেন বোনার কাজে শক্তির ব্যবহার যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি। লেস এবং হোসিয়ারি শিল্প ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার মধ্যে চলে আসে ১৮৪০ থেকে ১৮৮০-প মধ্যে। এই একই সঙ্গে গড়ে ওঠে বস্ত্রের সঙ্গে সুযুক্ত রসায়ন শিল্প।

১(ক).১১ নতুন আবিষ্কার : যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব

শিল্প-বিপ্লবের ফলে রাস্তাঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই পণ্যসামগ্রীকে বাজারে প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল। আবার সেই পণ্য উৎপাদনের জন্য বাইরের থেকে কাঁচা মালের আমদানি করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিল। এই পণ্য উৎপাদন-বণ্টন-বিপণনের তাগিদে যানবাহন, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটতে লাগল। **জেমস ওয়াট** (James Watt, ১৭৩৬-১৮১৯) বাষ্পশক্তির মধ্যে চাপ দিয়ে গতিসঞ্চার করার যে ক্ষমতা তাকে ব্যবহার করে বাষ্পীয় পোত (Steam Engine) আবিষ্কার করলেন। তার আগে **নিউকোমেন**-এর (Newcomen) ইঞ্জিন চালু ছিল। ওয়াট যে ইঞ্জিন আবিষ্কার করলেন তাতে একটি পিস্টনকে (piston) উপরে ও নীচে ঠেলে গতিসঞ্চার করার জন্য বাষ্পশক্তিকে ব্যবহার করা হল। যে বৈজ্ঞানিক নীতির উপর নিউকোমেন-এর ইঞ্জিন চলছিল সেই নীতিকেই জেমস ওয়াট বদলে দিলেন। ১৭৬৫ সালে তিনি এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১১ বছর পরে তাঁর সাফল্য আসে। এর আগে বাষ্প-ইঞ্জিন দিয়ে মাটির নীচ থেকে যেমন খনি থেকে জল তোলা হত। এবার অন্য কাজেও এই ইঞ্জিন ব্যবহার করা শুরু হল। এর কিছু দিনের মধ্যে জেমস ওয়াট আরও জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন। যেমন বিশেষ কালির দ্বারা পুঁথিপত্রের প্রতিলিপি করণ (Duplication by a specially prepared ink), জলের উপাদান কী, তার আবিষ্কার, হাইড্রোমিটারের উদ্ভাবন, জল-মোচড়ক-ঠেলকের (Marine screw propeller) আবিষ্কার ইত্যাদি। বৈদ্যুতিক শক্তি মাপার যে একককে (unit) আমরা 'ওয়াট' বলি (যেমন ৬০ ওয়াটের বাল্ব ইত্যাদি) তাও তাঁর নাম থেকে উদ্ভূত।

জেমস ওয়াটের আবিষ্কারের কিছু দিনের মধ্যেই **জর্জ স্টিফেনসন** (George Stephenson, 1781-1848), তাঁর লোকোমেটিভ ইঞ্জিন তৈরি করে ফেললেন। আগে কয়লা বোঝাই সবই ঘোড়ায় টানত। এবার লোহার

লাইন পেতে তার উপর শকট বসিয়ে বাষ্প শক্তির দ্বারা চালানো হল। ১৮১৪ সালে চার মাইল রাস্তা এইভাবে চালানো হল। বাষ্পের উদ্বৃত্ত অংশকে বর্জ্য করে চিমনির মধ্যে দিয়ে বাইরে বের করে দিয়ে ইঞ্জিনের গতিকে বাড়িয়ে তিনি দেখালেন যে বাষ্পশক্তির যে প্রগাঢ় চালক ক্ষমতা আছে তাকে ব্যবহার করে দ্রুত অনেক পরিমাণ পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন করা যায়। ১৮২৫ সালে তাঁর 'লোকোমোশন নং ১" ("Loco-motion No.1") স্টকটন-ডার্লিংটন রেলওয়েতে (Stockton-Darlington Railway) চলা শুরু করল। এর চার বছর বাদে তাঁর 'রকেট' লিভারপুল ম্যানচেস্টার রেল কোম্পানীর কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনের পুরষ্কার পেল। এর ৫০ বছরের মধ্যে ইংল্যান্ডে ১৫০০০ মাইল রেললাইন পাতা হল।

চক্রযানের সঙ্গে সঙ্গে জলযানের উন্নতি হচ্ছিল। ১৮০৩ সালে আমেরিকার একজন ইঞ্জিনিয়ার **রবার্ট ফুলটন** (Robert Fulton, 1765-1815) **বাষ্প-নাও বা স্টিমবোট** (Steam boat) আবিষ্কার করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তিনি জলে চলার ইঞ্জিনের (marine engine) উদ্ভাবক ছিলেন না, স্টিমবোটের গঠনতন্ত্র বাষ্পশক্তি প্রয়োগের দ্বারা তার ভেতর গতির সঞ্চার এইসবের কৃৎ-কেলিল তিনি দিয়েছিলেন। ১৮০৭ সালে একটি বড় স্টিমবোট তৈরি করে তার নাম দিয়েছিলেন **ক্লেরমন্ট** (Clermont)। ইংল্যান্ডের অন্তর্গত বার্মিংহামের বিখ্যাত বোল্টন এন্ড ওয়াট কোম্পানী (Boulton and Watt) তা তৈরি করেছিল। হাডসন নদীতে দেড়শত মাইল রাস্তা এই স্টিমবোট ৩২ ঘণ্টায় অতিক্রম করেছিল। যেমন ১৮২৫ সালে 'লোকোমোশন নং ১' ছিল প্রথম পণ্য ও যাত্রীবাহী রেলশকট। সেইরকম ১৮০৭ সালেই প্রথম পরীক্ষিত হয় জলপথে বাণিজ্যিক স্বার্থে দ্রুতযানের সম্ভাবনা। এর কয়েক বছরের মধ্যেই নদীতে ও উপকূল রেখা ধরে বাষ্পযান বাণিজ্যের পসরা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকে। ১৮৩৮ সালে সামুদ্রিক **স্টিমবোট সিরিয়াস (Sirius)** আঠারো দিনে আটলান্টিক অতিক্রম করে।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে সড়কপথও নতুন করে তৈরি হতে থাকে। **ম্যাক অ্যডম (Mc Adam)** গাড়িচলার জন্য শক্ত রাস্তা তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে ইংল্যান্ডে পরিবহন বিপ্লব এনে দিলেন। তখনও স্বয়ংক্রিয় মোটর গাড়ি আবিষ্কৃত হয়নি। ঘোড়ায় টানা ভারি গাড়িই তখন চলত। এই নতুন রাস্তাকে বলা হত **ম্যাকাড্যামাইজড্ রোড** (macadamised road)। দেখা গিয়েছিল যে এই রাস্তা তৈরির পর একঘণ্টায় ১৪ মাইল যাওয়া সম্ভব হল।

পরিবহনের সঙ্গে তার দিয়ে অন্য দূরসংযোগ ব্যবস্থাও গড়ে উঠল। ১৮৪৪ সালে আমেরিকার জনৈক গবেষক **স্যামুয়েল মোরস্** (Samuel Morse, 1791-1872) টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করলেন। এর ফলে একস্থান থেকে আরেক স্থানে তার সংযোগ করে বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব হল। প্রথমে যে বার্তা প্রেরিত হয়েছিল তা হল এই—"কী ব্যবস্থা ঈশ্বর করেছেন?" (What hath God Wrought?") বলা হয়ে থাকে যে স্যামুয়েল মোরস্ যা করেছিলেন তা হল "মহাশূন্যতার মধ্যে কথার সেতু রচনা করা।"—"to bridge space with fly-ing words,"। ১৮৭৬ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell, 1847-1922) টেলিফোন আবিষ্কার করলেন। এই ভাবে শুরু হল দূরভাষণের যুগ। শিল্প বিপ্লব নতুন পর্যায়ে উন্নীত হল।

১(ক).১২ শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল ও গুরুত্ব

১(ক).১২.১ নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা (The New Factory System)

ইংল্যান্ডের শহরে ও গ্রামে যে কুটির ও গৃহশিল্প (cottage and household industries) ছিল তা আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হল। ছোট ছোট কারুশালার (Small workshops) বদলে স্থাপিত হল বড় বড় যন্ত্রদ্বারা চালিত মিল (Mill)। ধনী ব্যক্তিরা দুটি জিনিস করতে লাগল—কৃষকদের ফেলে আসা জমি ও গরীবদের পরিত্যক্ত আবাস কিনে নিয়ে সেখানে বড় বাড়ি বা আচ্ছাদন (shed) তৈরি করে যন্ত্রপাতি বসাতে শুরু করল। আর তার সাথে কিনতে লাগল নতুন নতুন কল। কল চালানোর জন্য চাই মানুষ। অতএব এই কলকারখানায় নতুন শ্রমিক নিযুক্ত হতে লাগল। গ্রাম থেকে মানুষ উজাড় করে এল শহরে, ভিড় করতে লাগল কল-কারখানার চারপাশে, আর তার ফলে ঘিঞ্জি জনবসতি বস্তির রূপ নিল। স্বল্পমজুরি দিয়ে মজুরদের শ্রমকে শুষে নিতে লাগল ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা অতিকায় কল-কারখানা ব্যবস্থা। অথচ গ্রামের জীবিকাহীন কৃষক আর ভুখা মানুষদের শহরে যাবার প্রলোভনকে স্থগিত রাখার মতো কোন ব্যবস্থা আর কৃষিজগতে রইল না। সনাতন গিল্ড (Guild) ব্যবস্থা ভেঙে গেল। ছোট ছোট শহর প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। যে শহরে কলকারখানা বেশি ছিল সেখানে মানুষের ভিড় বাড়ল, সেখানে শহরের আয়তন বৃদ্ধি পেল আর সেখানেই মানুষের জীবনমান ক্রমশ নিম্নাভিমুখী হতে লাগল। এদিকে যাদের হাতে পুঁজি ছিল তারা পুঁজির আরও বিনিয়োগ ঘটিয়ে মুনাফা করতে লাগল। যন্ত্র আর পুঁজি হাত ধরাধরি করে চলল। নগরায়ণের অপ্রতিরোধ্য প্রসারের মুখে তলিয়ে যেতে লাগল সরল গ্রাম্যজীবনের ধারা।

মনে রাখতে হবে যে ১৮০০ সালের আগে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু হয়নি। ফলে নগরায়ণের বিস্ফারিত আত্মবিস্তার তখনও ঘটেনি। তার আগে যে সব যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছিল যেমন মাকু এবং জেনি (shuttles and spinning jennies)। তাদের গার্হস্থ্য শ্রম ও গার্হস্থ্য পরিবেশে চালনা করা যেত। ছোট কারখানা, কারুশালা সবই ছিল তখন পর্যন্ত গার্হস্থ্য শ্রম ও গার্হস্থ্য পরিবেশে চালনা করা যেত। ছোট কারখানা, কারুশালা সবই ছিল তখন পর্যন্ত গার্হস্থ্য ব্যবস্থার অঙ্গ। ফলে এক স্থানে বিপুল শ্রমিকের ভিড় করার দরকার হয়নি। তখন পর্যন্ত যন্ত্রপাতি অতিশয় মূল্যবান না হওয়ার ফলে গৃহস্থ কারিগররা বা সামান্য পুঁজির মালিকরা তা কিনতে পারত এবং পারিবারিক কাঠামোর বহির্ভূত ভাবার কোন অবকাশ ছিল না।

এই পরিবেশ বদলে যেতে লাগল ১৯ শতকের প্রথম সিকিভাগ সময়ের মধ্যে। ১৮৩০-এর যখন বাষ্প শক্তিকে উৎপাদন থেকে পরিবহনে ব্যবহার করার উদ্যোগ আরম্ভ হল তখন থেকে যন্ত্রায়ণের (mechanization) প্রভাব বাড়তে লাগল। ডেভিড টমসন লিখেছেন যে যন্ত্রায়িত শিল্প আনল নগরায়ণ ও নগরকেন্দ্রিকতা (urbanism)। প্রথমে বস্ত্রশিল্পে এবং পরে কয়লা লোহা ইস্পাত এই ভারী শিল্পে আসল নগরকেন্দ্রিকতা। নতুন যন্ত্র আর নগর-মুখীনতা, নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা ও নগরায়ণ হয়ে দাঁড়াল নতুন সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য ঘটনা। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা মানুষের সৃষ্ট ব্যবস্থা। কিন্তু শেষে তা হয়ে দাঁড়াল অতিকায় এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি, অমোঘ ভাবে স্থিতি সংহারক, নিরন্তরভাবে পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দেওয়া সভ্যতার নেপথ্যচারী শক্তি।

১(ক).১২.২ নিঃস্বমানুষের আবির্ভাব ও সমাজতন্ত্রের জন্ম (The coming of destitute humanly and the birth of socialism)

নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থায় দরকার হল নতুন শ্রমিকের। গ্রাম থেকে উজাড় করে আসা মানুষ হল এই শ্রমিক। তারা মূলত অদক্ষ শ্রমিক। ফলে তাদের মজুরি ছিল কম, তাদের খাটতে হত অনেক বেশি সময়, তাদের থাকার বাড়িঘর ছিল না, তাদের দিনযাপন ছিল নিঃস্বতম মানুষের মতো। ফলে তাদের সাথে তাদের পরিবার। নারী ও শিশুও দিনরাত মিল আর ফ্যাক্টরিতে খেটে যেত। পুরুষ শ্রমিক থেকে নারী ও শিশুর মজুরি ছিল আরও কম। যারা পুরানো দিনের গার্হস্থ্য কারিগরি ও হাতযন্ত্রে দক্ষ শ্রমিক ছিল তারা তলিয়ে গেল। **ডেভিড টমসন** লিখেছেন—'In over crowded homes in drab factory towns lived thousand of families, overworked and underpaid, creating a new social problem of immense proportions নিরানন্দময় শিল্প শহরগুলিতে অতিজনাকীর্ণ ঘরে থাকত হাজার হাজার পরিবার। ক্ষমতার অতিরিক্ত শ্রমে ক্লান্ত প্রাপ্য থেকে অনেক কম পারিশ্রমিকে বঞ্চিত এই শ্রমিকেরা এক নতুন বিশাল সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। শ্রমিকদের যখন এই রকম নাভিশ্বাস উঠছিল তখন তাদের নিয়োগকারী মালিকরা কী করছিল? ডেভিড টমসন লিখলেন—Their employers, engaged in fierce competition with rival firms and uncontrolled by any effection legislation, forced conditions of work and wages down to the lowest possible level. Economic life took on a ruthlessness, a spirit of inhumanity and fatalism, that it had not known before—শ্রমিকদের নিয়োগকারী মালিকরা প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মাগুলির সঙ্গে হিংস্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। কোন কার্যকারী আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না থেকে তারা জবরদস্ত কাজের শর্ত আরোপ করত আর মজুরিকে নামিয়ে নিত তলানিতে। অর্থনৈতিক জীবন এক অমানবিক নির্মমতা গ্রাস করছিল। ভাগ্যের কাছে মানুষ এমনভাবে আত্মসমর্পণ করছিল যা আগে আর দেখা যায়নি। শিল্প-বিপ্লবের ফলে যখন মানব-জীবনের অবনতি ঘটতে লাগল, সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে অসহায়তা ও ক্ষোভ বাড়তে লাগল তখন স্বাভাবিকভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কিছু তীক্ষ্ণধী মানুষ প্রশ্ন করতে লাগলেন শিল্পায়নের নেতিবাচক ফল—দারিদ্র্য, জীবনমানের অবনতি, অপরিকল্পিত ঘিঞ্জি বসতি, স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব ইত্যাদি। তবে যন্ত্রলব্ধ আরামের জন্য শিল্পায়নকে মানুষ কি সত্যি সত্যি আশীর্বাদ বলে ধরে নেবে? তাঁরা দেখালেন যে শিল্পায়নের ফলে কিছু মানুষ ধনী হচ্ছে আর অধিকাংশ মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে। শিল্পায়নের সূত্র ধরে উৎপাদন ও পরিবহনের ক্ষমতা যত বাড়ছে ততই বাজার আর কাঁচামালের জন্য হিংস্র লড়াই আরম্ভ হচ্ছে, ততই শ্রমিকরা পণ্যে পরিণত হচ্ছে, সব হারিয়ে তারা নিজেদের শ্রমটুকু বিক্রী করে অসহায় পশুর মতো দিনযাপন করছে। **রবার্ট ওয়েন** (Robert Owen 1711-1858), **কাউন্ট সাঁ-সাইমঁ** (Count Saint-Simon 1730-1825), **এফ. এম. সি. ফুরিয়ার** (F.M.C. Fourier 1772-1837), **লুই ব্লাঁ** (Louis Blance, 1811-82) ইত্যাদি বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক স্বার্থের সমাজ উন্নয়নের ও ধনবৈষম্য হ্রাস করার জন্য সরকারের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এমনকী শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের প্রতিবাদ ও সংগঠনের কর্মসূচি কী হওয়া প্রয়োজন তাও তাঁর লিপিবদ্ধ করলেন এবং বাস্তবে প্রচার করার চেষ্টা করলেন। মুনাফালোভী মুষ্টিমেয়র স্বার্থ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে, পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে সমাজের নিয়ন্ত্রণে সমস্ত মৌল হাতিয়ারগুলোকে এনে

একটি সুশৃঙ্খল সমাজ কল্যাণের আদর্শ এইভাবে আত্মপ্রকাশ করল। সমাজ-কল্যাণের এই দর্শনই হল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের দর্শন সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক রূপ লাভ করে **কার্ল মার্ক্স** (Karl Marx, 1818-83) এবং **ফ্রিড্‌রিশ এঙ্গেলস্**-এর (Friedrich Engels 1820-95) হাতে। কার্ল মার্ক্স তাঁর **ডাস ক্যাপিটাল** (Das Capital) এবং **কমিউনিস্ট ইস্তাহার** (Communist Manifesto) গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে এযাবৎকালের সমস্ত প্রচলিত সমাজের ইতিহাসই হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। তাই তিনি ডাক দিয়েছিলেন 'বিশ্বের শ্রমিক এক হও'। এই ডাকের সাড়ায় বিশ্বময় শ্রমিক জেগে উঠেছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিনের (Lenin) নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লব (Bolshevik Revolution) এই জেগে ওঠারই পরিণতি।

১.১২.৩ শিল্প-বিপ্লব কি সমাজ বিবর্তনে ছেদ এনেছিল?

ইউরোপের ফনটানা অর্থনৈতিক ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে (**The Fontana Economic History of Europe, Vol.3**) ঐতিহাসিক **কার্লো এম. চিপোলা** (Carlo M. Cipolla—তিনিই এই ফনটানা সিরিজের সাধারণ সম্পাদক) লিখেছেন যে নতুন প্রস্তর যুগের বিপ্লবের পর শিল্প-বিপ্লব ছাড়া আর কোন বিপ্লব নাটকীয়ভাবে এতখানি বৈপ্লবিক ছিল না (.... no revolution has been as dramatically revoltution as the Industrial Revolution except perhaps the Neolithic Revolution.")। এই দুই বিপ্লবই ঐতিহাসিক চিপোলার মতে, ইতিহাসের ধারাবাহিক বিবর্তনে ছেদ টেনেছে, ইতিহাসের গতিকে আমূল বদলে দিয়েছে। চিপোলা লিখলেন—"Both these changed the curse of history, so to speak, each one bringing about a discontinuity in the historic process". এক সময়ে মানুষ ছিল বন্যপশু শিকারী, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। যাদের জীবন বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক হবসের (Hobbes) ভাষায় ছিল 'নিঃসঙ্গ, হীন, নোংরা, হিংস্র ও সংক্ষিপ্ত ('solitary, poor, nasty, brutish and short')। নব্যপ্রস্তর যুগ (Neolithic age) আসার পর সেই মানুষ স্থিতিশীল হল, কৃষিকাজ শিখল, সমাজ গড়ল এবং কৃষিনির্ভর সভ্যতার সূচনা করল। মানুষের এই কৃষক-রাখাল সভ্যতার থেকে তাকে বের করে আনল শিল্প-বিপ্লব। তাকে করল নৈর্ব্যক্তিক শক্তির দ্বারা চালিত যন্ত্রের পরিচালক—The Industrial Revolution transformed man from a farmer-shephered into a manipulator of machines worked by inanimate energy (Cipolla). প্রথমে বাষ্প, তারপর কয়লা, আরও পরে বিদ্যুৎ এবং শেষ পর্যন্ত আনবিক শক্তি ও খনিজ তেলকে কাজে লাগিয়ে মানুষ সভ্যতার চরিত্র ও গতিকে এমনভাবে বদলে দিয়েছিল যে ১৮ ও ১৯ শতক পূর্বাপর ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক ছেদবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে মানুষ শুধু জ্বালানি হিসাবে কাঠ ও উত্তোলক শক্তি হিসাবে পেশীশক্তিকে ব্যবহার করতে জানত শিল্প-বিপ্লব তার হাতে এনে দিল শুধু জ্বালানি কাঠ, কয়লা, তেল—নয়, আরও বড় শক্তি তা হল বিদ্যুৎ। অতীতের সঙ্গে এর যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া ভার।

আসলে এই 'হঠাৎ পরিবর্তন'—**sudden transformation**-এর যে ধারণা তা আরনল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) লেখা থেকেই মানুষ ধারণা করেছিল। আজকাল ঐতিহাসিকরা একটু ভিন্ন করে ব্যাপারটি বুঝবার চেষ্টা করেছে। টয়েনবি বলেছেন যে মধ্যযুগের শিল্প জীবনের যে কাঠামো ধীরে ধীরে ভাঙছিল তা অকস্মাৎ বাষ্প-ইঞ্জিন ও শক্তি-চালিত তাঁতযন্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেল—"The slowly dissolving framework of medieval industrial life...was suddenly broken in pieces by the mighty blows of steam engine and the power loom," এ মতকে পাশ কাটিয়ে আধুনিক গবেষকরা বলেন যে

শিল্প-বিপ্লবের একটা প্রস্তুতি দীর্ঘকাল ধরে লোকচক্ষুর আড়ালে একটু একটু করে গড়ে উঠছিল। **ফিলিস ডিন** বলেছেন যে শিল্প-বিপ্লব এসেছিল অন্য নানা বিপ্লবের সংসর্গে, ফলের তার হঠাৎ অভ্যুদয় সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক **নেফ** (Nef) বললেন যে গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পভাব ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হবে যে তা ষোড়শ শতক থেকে আরম্ভ হয়ে উনিশ শতক পর্যন্ত চলেছিল। অর্থাৎ তিন শতকের ধারাবাহিক কোন ঘটনা পূর্বাপর সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে না। **হার্বার্ট হিটন** (Herbert Heaton) বলেছেন যে টয়েনবির যুগে ১৭৬০-এর আগের ও পরের অধ্যায়কে যত স্পষ্ট করে বোঝা গিয়েছিল তার থেকে আজকাল বৃহত্তর গবেষণার মধ্য দিয়ে আরও স্পষ্ট করে বোঝা যায়। এখন আমরা জানতে পেরেছি যে শিল্প-বিপ্লব হঠাৎ একটা অপরিবর্তনশীল জগৎকে ভেঙে দেয়নি। হঠাৎ সনাতন জগতের পুঁজিবাদী ছোট ছোট উৎপাদন-এককের ওপর তা আছড়ে পড়েনি, পরিবর্তনের গতিকে অস্বাভাবিক দ্রুতও করতে পারেনি, আর এমন কথাও ঠিক নয় যে ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক দুঃসহ জীবনের ছবিই সমস্ত প্রেক্ষা জুড়েছিল।

মনে রাখতে হবে যে শিল্প-বিপ্লব এতটাই ধারাবাহিক যে আজকাল ঐতিহাসিকরা একটার জায়গায় দুটো শিল্প-বিপ্লবের কথা বলেন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে ১৮৭০ এর দশকে শুরুতে শেষ হয়ে যায় 'প্রথম বিপ্লব' (The First Revolution) বা আঠারো শতকের মাঝামাঝি শুরু হয়েছিল। এই বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ১৮৩০ থেকে ১৮৭১ সাল। এরপর যে অধ্যায় আরম্ভ হল তা শিল্প-বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়। মিকিনের (Meakin) ভাষায় 'নতুন শিল্প-বিপ্লব' (The New Industrial Revolution), আর জিভনস্-এর (Jevons) ভাষায় 'দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব' (The second Industrial Revolution)। ১৮৭১ থেকে আজ পর্যন্ত শিল্প-বিপ্লবের একটা নতুন ধারা শুরু হয়েছে যেখানে আমেরিকা, জার্মানি ও জাপানের মতো দেশ নতুন বৈজ্ঞানিককে হাতিয়ার করে বিপ্লবের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আনবিক শক্তির উপর দখল এনে মানুষ এত দ্রুত পরিবর্তনের গতিকে বদলে দিচ্ছে যে তার সাথে তাল রেখে অগ্রসর হওয়া অনেক দেশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তা বলে একে অতীতের সাথে যোগশূন্য বলে ভাবা যাবে না। ইতিহাসে সব কিছুর পরম্পরা আছে। শিল্প-বিপ্লব এই পরম্পরার বাইরে নয়। সভ্যতার ধারাবাহিকতা নিরন্তর ও অবিচ্ছিন্ন।

১(ক).১৩ সারাংশ

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে আত্মপ্রকাশ করে দুশো বছরের অধিক সময় ধরে যে বিপ্লব পৃথিবীতে চালু রয়েছে তার কোন অতর্কিত উদ্ভব ঘটতে পারে না। শিল্প-বিপ্লবের আত্মপ্রকাশের কোন অধ্যায়ের দ্রুততা থাকতে পারে কিন্তু তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। টয়েনবি বা চিপোলার মতো ঐতিহাসিকরা এই বিপ্লবের স্বতঃস্ফূর্ততায় এতবেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাকে পূর্বাপর ইতিহাসের মধ্যে একটি 'ছেদ' (Break) বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। আসলে যা হয়েছিল তা এই। প্রায় ষোড়শ শতাব্দী থেকে একটা সমাজ পরিবর্তনের ফল্গু ধারা জনমানসের পরিবর্তন আনছিল। পুঁজির নতুন সঞ্চয়ে সাহায্য করছিল বহির্বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ গিল্ডগুলি (Guild) আর শ্রম সংগঠনে সাহায্য করতে পারছিল না, গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের কাঠামো জীর্ণ হলে জীবিকাচ্যুত অনেক মানুষ শহরে আসছিল। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা কম থাকায় নতুন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান যথেষ্ট ছিল না। ঠিক এই সময় থেকে আসতে শুরু করল বিদেশী বাজারের চাহিদা, মানুষ ঝুঁকে পড়ল যন্ত্র তৈরির দিকে।

এই সময় থেকে পেশীশক্তির সীমা বোঝা যেতে লাগল। মানুষ অনুভব করল যে জল ও বায়ুশক্তিও অনিশ্চিত এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই। তখনই মানুষ জানতে পারল যে বাষ্পের মধ্যে শক্তি অনড়কে সচল করার ক্ষমতা রাখে। আবিষ্কৃত হল বাষ্পীয় ইঞ্জিন। বাষ্পশক্তির চাপকে দিনের পর দিন সহ্য করার মতো ক্ষমতা কাঠের ছিল না। তাছাড়া কাঠের স্থিতিস্থাপকতা থাকলেও তা পচনশীল ছিল। তাই ব্যবহৃত হতে লাগল লোহা আর লোহার পাটাতন। লোহা গলিয়ে তৈরি হল ইস্পাত। এইবার হল জ্বালানির ও শক্তির বিকল্প সন্ধান। কাঠ ও কাঠ-কয়লার স্থানে এল খনি থেকে আহৃত কয়লা। লোহা আর কয়লার ভাণ্ডার যে দেশের আছে সেই দেশ—ইংল্যান্ড—সহজেই হয়ে উঠল পৃথিবীর প্রথম শিল্প-বিপ্লবের দেশ। হল্যান্ডের ও ফ্রান্সের মজুত শক্তি ইংল্যান্ডের সমান ছিল না। তাছাড়া ফ্রান্সের জনশক্তি অনেক বেশি ছিল ফলে শ্রমের যোগান ছিল প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই কারণেই যন্ত্রের প্রয়োজন ইংল্যান্ডে যেভাবে অনুভূত হয়েছিল ফ্রান্সে হয়নি।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্পায়িত দেশগুলিতে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। শ্রমিকরা নিষ্পেষিত হচ্ছিল বেশি কাজ, কম মজুরি আর বিরতিহীন একঘেয়েমির জাঁতাকলে। নারীরা কোথাও কোথাও তলিয়ে যাচ্ছিল অন্ধ কলকারখানার শ্রমিক হিসাবে। বিবাহিত নারীরা নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল তাদের স্বামীদের উপার্জনের উপর। আর পরিবারের পর পরিবার শ্রমিক বসতির ঘিঞ্জি পরিবেশে জীবনমানের অবনতি ঘটিয়ে মানবসম্পদের অবক্ষয় ঘটাতে লাগল। এর প্রতিবাদে জেগে উঠল সমাজতন্ত্রের দর্শন।

এইভাবে সমাজের ছবি হয়ে দাঁড়াল দুই বিপরীতের সমাবেশ। একদিকে শ্রমক্লান্ত খেটে খাওয়া মানুষ আর অন্য দিকে মুনাফায় মুনাফায় স্ফীত হওয়া ধনিক গোষ্ঠী, যারা পুঁজিপতিরূপে উৎপাদনের চাবুক নিজেদের হাতে রাখত। কার্ল মার্ক্স এদেরই বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়াট বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই দুই বিরোধী মানুষের শ্রেণীদ্বন্দ্ব শিল্প-বিপ্লবের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ঘটনা। একসময় মনে করা হত যে শিল্প-বিপ্লবে সরকারের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় দর্শকের। একথা বলার পেছনে বিশ্বাস ছিল যে সমস্ত উদ্যোগই ছিল বেসরকারি আর সমস্ত পুঁজিই ছিল ব্যক্তিগত পুঁজি (Private capital)। সরকারের কাজের ফলেই যে বেসরকারি উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত পুঁজির ঘনীভবন সম্ভব হয়েছিল এ কথা অনেকদিন বলা হয়নি—আর বলা হয়নি কারণ অনেকদিন ধরেই জনমানসে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে দেশের উন্নতি ঘটেছে অবাধ বাণিজ্যের (free trade) ফলে। কারণ এডাম স্মিথ (Adam Smith) বুঝিয়েছিলেন যে অর্থনীতির পেছনে এক **'অদৃশ্য হাত'** (Invisible hand) কাজ করে। ফিলিপ ডিনের মতন গবেষকরা দেখিয়েছেন যে শিল্প-বিপ্লবের পেছনে অদৃশ্য পরিচালকের হাত অনেক সময়ে দৃশ্যমান ছিল। সরকার একের পর এক শিল্প ও পুঁজি বিনিয়োগ সংক্রান্ত এমন সব আইন খারিজ করে যে আইনগুলি না বাতিল হলে শিল্পায়নের প্রতিবন্ধকতার অবসান হত না। তাছাড়া উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে সরকার অনেকবার প্রত্যক্ষভাবে অর্থনীতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছিল যা শিল্প-বিপ্লবের সহায়ক হয়েছিল। ইংল্যান্ডের সরকার উদাসীন, অনড় ও নিষ্ক্রিয় হলে শিল্প-বিপ্লব হত না।

পরিশেষে একথা মনে রাখতে হবে যে শিল্প-বিপ্লব মোট ছয়টি বড় শিল্প-পরিবর্তনকে বোঝাত। (এক) কয়লা, বিদ্যুৎ, খনিজ তেল, গ্যাস ইত্যাদির আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে জ্বালানি ও শক্তির নতুন সৃষ্টি জনিত শিল্প-পরিবর্তন, (দুই) লোহা গলানোর দ্বারা মূল আকর থেকে ধাতুকে পৃথক করা (smelting) এবং লোহাকে গলিয়ে তাকে পেটাই করার (iron-founding—এইরূপ কারখানার নাম Iron-foundry) ফলে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পব্যবস্থার উত্থান, (তিন) বাষ্পকে ব্যবহার এমন শক্তির সঞ্চার করা যায় দ্বারা অনড়বস্তু সচল হয়—অর্থাৎ

স্থান থেকে স্থানান্তর পরিবহনের ব্যবস্থা হয়। যার থেকে জন্ম হয় পাম্প ও পরিবহন শিল্পের, (চার) বস্ত্রশিল্পের নতুন উদ্ভাবন-জনিত উন্নয়ন এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাসায়নিক শিল্পের (industrial chemistry) আবির্ভাব। কাপড়ের নির্মলকরণ (Bleaching), কাপড়কে রাঙানো (Dyeing), কাপড় ছাপানো (printing) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নতুন রসায়ন-শিল্পের উদ্ভব; (পাঁচ) ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার আবির্ভাব ও (ছয়) সরকারের ভূমিকার পরিবর্তন ও সমাজে যুগপরিবর্তনের মনস্কতা তৈরি হওয়া।

শিল্প-বিপ্লব একটি সামগ্রিক ঘটনা। তাকে খণ্ড করে ভাবা যাবে না।

১(ক).১৪ অনুশীলনী

১. নীচের বক্তব্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল তা [✓] এবং [×] এই দুই চিহ্নের সাহায্যে উত্তর দিন।

(ক) ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্ল ও শিল্প-বিপ্লব সমসাময়িক ঘটনা। [ ]

(খ) শিল্প-বিপ্লবের অর্থ হল প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োগ। [ ]

(গ) শিল্প-বিপ্লবে যে জ্বালানি (fuel) ও উদ্দীপক শক্তির (energy) ব্যবহার বেশি হয়েছিল তা হল কয়লা, খনিজ তেল, বিদ্যুৎ ও আনবিক শক্তি। [ ]

(ঘ) শিল্প-বিপ্লবের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল লোহা, কয়লা ও বাষ্পশক্তির ব্যবহার। [ ]

(ঙ) শিল্প-বিপ্লবের একটি অনিবার্য দান হল ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের আবির্ভাব। [ ]

(চ) শিল্প-বিপ্লব শুধু শিল্পে এসেছিল, কৃষিতে নয়। [ ]

(ছ) শিল্প-বিপ্লব নতুন গতি এনেছিল কিন্তু পুরানো নীতিকে বদলায়নি। [ ]

(জ) ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবে সরকার কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি। [ ]

(ঝ) সমাজতন্ত্র শিল্প-বিপ্লবের দান। [ ]

(ঞ) বাষ্পশক্তির ঠেলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল। শিল্প-বিপ্লবে এই ক্ষমতার ব্যবহার হয়েছিল। [ ]

(ট) ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে শিল্প-বিপ্লবে এই ক্ষমতার ব্যবহার হয়েছিল। [ ]

(ঠ) ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ হল অধ্যাপক রস্টোর মতে 'আধুনিক সমাজগুলির জীবনে বড় জলবিভাজিকা'। [ ]

(ড) কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন যে শিল্প-বিপ্লবের আদি সীমা ষোড়শ শতাব্দী। [ ]

(ঢ) সপ্তদশ শতাব্দীতে আমস্টার্ডম বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্র হয়েছিল। [ ]

(ণ) শিল্প-বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার চেয়ে কম ছিল না। [ ]

(ত) শিল্প-বিপ্লবের সূচনা কালে ফ্রান্সের জনসংখ্যা এত বেশি ছিল যে তা শিল্প-বিপ্লবের সহায়ক ছিল না। [ ]

(থ) শিল্প-বিপ্লবের সময়ে ইংল্যান্ডে 'কৃষি-বিপ্লব' বা 'যানবাহন বিপ্লব' ঘটেনি। [ ]

(দ) কয়লা ছিল ইংল্যান্ডের 'সবচেয়ে সস্তা শক্তির মৌল উপাদান'। [ ]

(ধ) 'যন্ত্রায়িত কারখানা ব্যবস্থা' প্রাক-শিল্প-বিপ্লব ঘটনা। [ ]

(ন) জনশক্তির অভাব, জনমনের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা গভীরভাবে ইংল্যান্ডের শিল্পায়নের পশ্চাৎ শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। [ ]

(প) জেথরো টুল ওয়াটার ফ্রেম আবিষ্কার করেন। [ ]

(ফ) রিচার্ড আর্করাইট স্পিনিং মিউল আবিষ্কার করেন। [ ]

(ব) জন কে 'উড়ন্ত মাকু' আবিষ্কার করেন। [ ]

(ভ) জেমস ওয়াট বাষ্প ইঞ্জিন বা বাষ্প পোত আবিষ্কার করেন। [ ]

(ম) রবার্ট ফুলটন বাষ্প-নাও আবিষ্কার করেন। [ ]

২। তিনটি বাক্যে উত্তর দিন

(ক) লোহা আর কয়লার সহযোগে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা কীভাবে হয়েছিল?

(খ) তিনটি উদাহরণ দিয়ে যন্ত্রায়িত উৎপাদনের ব্যাখ্যা দিন।

(গ) শিল্প-বিপ্লবের যে কোন তিনটি নতুন আবিষ্কারের উল্লেখ করুন।

(ঘ) শিল্প-বিপ্লব নতুন সঞ্চার অর্থাৎ গতি, নতুন ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ নয়া নীতি এবং নতুন সংযোগ অর্থাৎ পরস্পর নির্ভরতার যে পরিবেশ তৈরি করেছিল তার স্বরূপ লিখুন।

(ঙ) শিল্প-বিপ্লবে সরকারের কী ভূমিকা ছিল?

(চ) ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা কী?

(ছ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর যে আবির্ভাব ঘটল তার প্রেক্ষিত কী?

(ঝ) শিল্প-বিপ্লব বস্ত্র-শিল্পের নতুন উদ্ভাবন কী হয়েছিল?

(ঞ) শিল্প-বিপ্লবে বাষ্প শক্তিকে কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল?

(ট) শিল্প-বিপ্লবের সংজ্ঞা কী?

(ঠ) আরনল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) কে? তাঁর বক্তব্য কী?

(ড) 'প্রতিপালিত উন্নয়নের ভিতর উড়ান' কী?

(ঢ) ফিলিস ডিন-এর বক্তব্য কী?

(ণ) অধ্যাপক রস্টো-র তত্ত্ব কী?

(ত) অধ্যাপক নেফ-এর মত কী?

(থ) কেন পর্তুগাল ও স্পেন শিল্প-বিপ্লবে অগ্রণী হতে পারল না?

(দ) অস্ট্রিয়া হ্যাঙ্গেরীর হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্য কেন বহির্বাণিজ্য ও শিল্প-বিপ্লবে অগ্রণী হতে পারল না?

(ধ) ফ্রান্স কেন ইংল্যান্ডকে অতিক্রম করে প্রথম শিল্প-বিপ্লবের দেশ হতে পারল না?

(ন) ফ্রান্সের জনসংখ্যা কী তার দেশে শিল্প-বিপ্লবের অন্তরায় ছিল?

(প) লোহা শিল্পের অগ্রগতি ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম বনিয়াদ—ব্যাখ্যা করুন।

(ফ) ইংল্যান্ড বিশ্ববাজারের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল একমাত্র উৎপাদক জাতি হিসাবে—ব্যাখ্যা করুন।

(ব) শিল্পায়নের দুটি পর্ব কী?

(ভ) শিল্প-বিপ্লব কী ধারাবাহিক ভাবে একটি বিপ্লব?

(ম) 'স্পিনিং জেনি' কী?

(য) ইউরোপে যে খনিরেখা ধরে জনবন্ধনী গড়ে উঠেছিল তা বর্ণনা করুন।

(র) 'জেথরো টুল' কে?

(ল) হকাম-নিবাসী কোক কী করেছিলেন?

(ব) শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্রে রবার্ট বেকওয়েল বিখ্যাত কেন?

(শ) স্যামুয়েল ক্রম্পটন কী আবিষ্কার করেছিলেন?

(স) 'স্পিনিং মিউল' কী?

৩। দশটি বাক্যে উত্তর দিন

(ক) শিল্প-বিপ্লব কী সমাজ বিবর্তনে কোন ছেদ এনেছিল?

(খ) কার্লো এম. চিপোলা কে? শিল্প-বিপ্লবের গুরুত্ব সম্বন্ধে তার মত কী?

(গ) শিল্প-বিপ্লব কী কোন হঠাৎ পরিবর্তন? এ বিষয়ে ফিলিস ডিন ও হার্বাট হিটনের মত কী?

(ঘ) সমাজতন্ত্রের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল?

(ঙ) সমাজতন্ত্রের চারজন দার্শনিকের নাম লিখুন ও তাদের দর্শন আলোচনা করুন।

(চ) নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

(ছ) পরিবহন বিপ্লবের একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

(জ) শিল্প-বিপ্লব কৃষিতে কী পরিবর্তন এনেছিল?

(ঝ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে বস্ত্রশিল্পের কী উন্নতি হয়েছিল?

(ঞ) রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানিতে কেন পরে শিল্প-বিপ্লব হয়েছিল?

(ট) শিল্প-বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(ঠ) শিল্প-বিপ্লব নিয়ে হবসবম ও ডিভিড টমসনের মতামত আলোচনা করুন।

(ড) সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্ববাণিজ্য ও বিশ্ববাজার—এই তিনের সঙ্গে শিল্প-বিপ্লবের কি কোন যোগ আছে?

(ঢ) "তবুও ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হল না হল—ইংল্যান্ডে"—ব্যাখ্যা করুন।

(ণ) অধ্যাপক হফ্‌ম্যান, অধ্যাপক রস্টো এবং অধ্যাপক নেফ-এর মতামত আলোচনা করুন।

(ত) শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল কী হয়েছিল?

(থ) "পরিশেষে বলতে হবে যে শিল্প-বিপ্লব ছয়টি বড় শিল্প পরিবর্তনকে বোঝাত।" এই ছয়টি পরিবর্তন বর্ণনা করুন।

(দ) জেমস ওয়াট, জর্জ স্টিফেনসন ও রবার্ট ফুলটন—এই তিনজনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(ধ) শিল্প-বিপ্লবে পেশীশক্তির বিকল্প শক্তি কী এসেছিল? তার দ্বারা শিল্প-বিপ্লব কীভাবে ত্বরান্বিত হল?

(ন) "মনে রাখতে হবে যে শিল্প-বিপ্লব এতটাই ধারাবাহিক যে আজ ঐতিহাসিকরা একটার জায়গায় দুটো শিল্প-বিপ্লবের কথা বলেন"—ব্যাখ্যা করুন।

(প) "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব' বলতে কী বোঝায়?

(ফ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে কোন শ্রেণী লাভবান হয়েছিল? কোন শ্রেণীই বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল?

(ব) নতুন শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে?

(ভ) 'ইতিহাসে সবকিছুর পরম্পরা আছে। শিল্প-বিপ্লব এই পরম্পরার বাইরে নয়"—বুঝিয়ে বলুন।

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) "প্রযুক্তিকে —— আবিষ্কার করা হচ্ছিল নতুন যন্ত্র ও নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা।"

(খ) "এবার এই কৃষি অর্থনীতির পাশে আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল একটি আধুনিক অর্থনীতি ——————"

(গ) "এর সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ————, সূচিত হয়েছিল নতুন শ্রমিক আন্দোলনের"।

(ঘ) "শিল্পের চালিকা শক্তি হিসাবে পেশীশক্তির বিকল্পে দেখা দিল প্রথমে — এবং পরে —"।

(ঙ) "আত্মপ্রকাশ করল নিম্নগামী জীবনে ———— প্রলেটারিয়েট"।

(চ) কিন্তু যিনি প্রথম 'শিল্প-বিপ্লব' (Industrial Revolution') শব্দ দুটি একটি অতিদ্রুত বিশেষ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচকরূপে বর্ণনা করেছিলেন তাঁরা হলেন ————।

(ছ) "তাঁর (অধ্যাপক নেফ) মতে রানি প্রথম এলিজাবেথের সময়ে যে ——— গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল ————।"

(জ) "এই সময়ের মধ্যেই সুনিশ্চিত ——————— take off into sustained growth' হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন।"

(ঝ) "এইবার ওলন্দাজদের অনুকরণ করতে লাগল—আঠারো শতকে তারাই হয়ে উঠল প্রধান"।

(ঞ) "বিশ্ববাণিজ্য একটি দেশকে দেয় কাঁচামালের সংস্থান, বাজার ———— ও — আর দেয় তার নিজের সমাজের মানুষদের এক বড় —, ——।"

(ট) "তবুও ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হল না, ———।"

(ঠ) "৪০০ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং-এর (ইংরাজি পরিভাষায় £ 40 million) মূল্যের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য ———— ছিল ——— অধিবাসী।"

(ড) "ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবে আত্মপ্রকাশ করার আরও একটা বড় কারণ হল ———— ও —— অগ্রগতি"

(ঢ) "— বলা হত গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় 'সবচেয়ে সস্তা শক্তির মৌল উপাদান।"

(ণ) "ব্রিটেনের মধ্য অভ্যন্তরের দেশগুলিতে, —, — প্রভৃতি দেশে পেরেক, —, —, —, — চামচ, হাতা, পাত্র ইত্যাদি ছোট ধাতব অস্ত্রের ও দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী তৈরির কারুশালা গড়ে উঠল।"

(ত) "এখানে মনে রাখতে হবে যে — সাল — থেকে — সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত মহাদেশীয় যুদ্ধগুলিই ছিল — — ইঙ্গ ফরাসী লড়াই।"

(থ) "প্রাক-শিল্পায়িত সমাজে বেশির ভাগ বস্তু উৎপন্ন হত — —, ছোট —, বা কারুশালায়।"

(দ) "জলকে বাষ্পীভূত করতে হলে চাই জ্বালানি, —।"

(ধ) "রাশিয়াতে — সালে মোট জনসংখ্যার ছিল— বা — —।"

(ন) "— সালে জেথরো — গভীরভাবে মাটি খননের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন।"

(প) "— — সরলরেখায় মাটি কেটে সারিবদ্ধভাবে বীজধান উৎপাদনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলেন।"

(ফ) "আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ——— (১৭২৫-১৭৯৫) গার্হস্থ্য পশু প্রজনন ও ——— নতুন পদ্ধতি প্রচলন করেন।"

(ব) "তাঁত বোনায় বিপ্লব এনেছিলেন — সালে — —।"

(ভ) "...১৭৭৯ সালে ... — — — স্পিনিং মিউল নামে নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন।"

(ম) "১৭৩৮ সালে ——————— মাকু আবিষ্কার করে এই সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন।"

১(ক).১৫ গ্রন্থপঞ্জী

কোন সংক্ষিপ্ত পরিসরে শিল্প-বিপ্লবের পাঠ-যোগ্য গ্রন্থতালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। আপনারা যদি শিল্প-বিপ্লবের কোন বিস্তৃত পাঠ চান তবে তিনভাগে তা করতে পারেন। প্রথমভাগে থাকবে সাধারণ পাঠ — শিল্প-বিপ্লবের সূচনা, সময়, বিস্তার সাধারণ চরিত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পাঠ। দ্বিতীয়ভাগে থাকবে অঞ্চলভিত্তিক আলোচনা, আর তৃতীয়ভাগে শিল্প-ভিত্তিক পর্যালোচনা। পরের পাতায় আমরা গ্রন্থের তালিকা সেইভাবেই সাজিয়ে দিলাম।

সাধারণ পাঠ (General Studies)

Ashton, T.S. *The Industrial Revolution 1760-1830 (rev,. ed. 1968).*

Clapham, J.H. *An Economic History of Modern Britain vol. I (1939).*

Deane, Phyllis *The First Industrial Revolution, (Second ed.).*

Deane Phyllis and Cole, W.A. *British Economic Growth 1688-1959 (1962).*

Hobsbawm, E.J. *Industry and Empire : An Economic History of Britain since 1750 (1968).*

The Age of Revolution : Europe 1789-1848.

Knowles, L.C.A *The Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain during the Nineteenth century* (Reprint of fourth revised edn.).

সাধারণভাবে ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাস পড়তে গেলে পড়তে হয় Carlo M.Cipolla (general Editor) সম্পাদিত The Fontana Economic History of Europe-এর বিভিন্ন খণ্ড। আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন এই Fontana series-এর Vol.3 এবং Vol.4 বিশেষ করে তৃতীয় খণ্ডে Cipolla-র সম্পাদকীয় মন্তব্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া *Encyclopaedia Britannica*, Vol.6 (15th edn. Micropaedia) এবং *Collier's Encyclopaedia*, vol. 12 অবশ্য পঠিতব্য গ্রন্থ। একটু পুরনো হলেও কাজের বই A.P. Usher, *Economic History of Europe since 1750* (1937). এর সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে অপেক্ষাকৃত পরের বই K. Polanyi, *The great transformation* (published as Origins of our Time in England, 1945)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্প বিপ্লব নিয়ে যে গবেষণা তা পাওয়া যাবে নীচের বইগুলিতে।

C. Cipolla The Economic History of World populaton

Singer, Holmyard, Hall and Williams, *A History of Technology, Vol.IV : The Industrial Revolution 1750-1850 (1958).*

W.H. Armytage, A social History of Engineering (1961)

W.T. O'Dea *The Social History of lighting* (1958).

অঞ্চল ভিত্তিক পাঠ (Regional Studies)

Dod, A.H. *The Industrial Revolution in North Wales* (1933).

Hamilton, H. *The Industrial Revolution in Scotland* (1932).

Mackenzie, K. *The Banking systems of Great Britain, France, Germany and the* USA (1945).

Henderson W. O. *Britain and Industrial Europe 1750-1870* (1954).

The Industrial Revolution on the continent : Germany, France, Russia 1800-1914 (1961)

Goodwin A. (ed) *The European nobility in the 18th century* (1953).

W. O. Hendesson-এর বই দুটিতে চমৎকার পুস্তক তালিকা দেওয়া আছে। মনে রাখতে হবে যে শিল্প-বিপ্লবের উপর বই-এর সংখ্যা বিপুল। তাছাড়া ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান না থাকলে শিল্প-বিপ্লব বোঝা যায় না। তাই ইউরোপের ইতিহাস পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা সমেত দুটি বই আছে। তাদের নাম নীচে দেওয়া হল। প্রয়োজনে সেগুলি দেখা যেতে পারে।

J. S. Bromley and A. Goodwin ed. (Oxford (1956), *A Select List of Works on Europe and Europe overseas 1715-1815.*

Allan Bullock and A.J.P. Taylor ed. (1957), *A Select List of Books on European History 1815-1914.*

শিল্প-পাঠ (Industry Studies)

Ashton, T.S. and Sykes, J., *The Coal Industry of the Eighteenth Century* (1959).

Colemen, D.C. *The British Paper Industry 1495-1860* (1958).

Clow, A. and N.L. *The Chemical Revolution* (1952).

Haber, L.F. *The Chemical Industry during the Nineteenth Century* (1958).

Mathias, P. *The Brewing Industry in England, 1700-1830* (1959).

একক ১(খ) ❑ সমাজতন্ত্র

গঠন

১(খ).১ উদ্দেশ্য
১(খ).২ প্রস্তাবনা
১(খ).৩ ফরাসী দর্শন ও সমাজতন্ত্র
১(খ).৪ প্রথম পর্বের কল্পান্তিক সমাজতন্ত্র
১(খ).৫ সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ের বৌদ্ধিক রচনা
১(খ).৬ পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র : কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস
১(খ).৭ দ্বান্দ্বিকতা কী?
১(খ).৮ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
১(খ).৯ শ্রেণী-সংগ্রাম তত্ত্ব
১(খ).১০ ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা
১(খ).১১ নৈরাজ্যবাদ
১(খ).১২ সরকার ও সমাজতন্ত্রীদল
১(খ).১৩ সারাংশ
১(খ).১৪ অনুশীলনী
১(খ).১৫ গ্রন্থপঞ্জী

১(খ).১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন—

- শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে, কবে এ বিপ্লব হয়েছিল, কেন হয়েছিল ও তার ফলাফল কী।
- মানব-সভ্যতায় এ বিপ্লবের স্থান কোথায়।
- কেন ইউরোপ বিগত কয়েকশো বছর ধরে পৃথিবীতে এত প্রাধান্য করছে—তার শক্তির উৎসস্থল কী।
- কেন ইংল্যান্ড শিল্পায়িত আধুনিকতায় বিশ্বে প্রথম।
- কীভাবে শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল থেকে জন্ম নিল সমাজতন্ত্রের দর্শন।

১(খ).২ প্রস্তাবনা

সমাজতন্ত্র হল সাম্যবাদ। সামাজিক বৈষম্য ও বৈষম্য জনিত নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা থেকে জন্ম নেয় সাম্যবাদ। অতএব সাম্যবাদের ধারণা কোন নতুন ধারণা নয়। কিন্তু সাম্যবাদ যখন সমাজ-পরিবর্তনের কর্মসূচীকে গ্রহণ করে সমাজ-বিবর্তনে একটি সঙ্কল্পবদ্ধ দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন মানুষের কিছু সমানাধিকারের মৌল আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানাতে দায়বদ্ধ হয় তখনই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। যে সমাজতন্ত্রকে আজকে আমরা জানি, বলা হয়ে থাকে যে তার আবির্ভাব শিল্প-বিপ্লবের সময়ে। শিল্প-বিপ্লব যখন আরম্ভ হল, যখন যন্ত্রের প্রভাব এবং প্রয়োগ বাড়তে লাগল, যখন শিল্পায়ন তার প্রারম্ভিক পর্যায় ছিল, ঠিক তখনই শিল্প-বিপ্লবের সেই অস্ফুট ঊষায় কোন কোন মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বিপ্লবের সামাজিক ফল সবসময় মঙ্গলজনক হবে না। লাগামহীন শিল্পায়নের বিরুদ্ধে একটু একটু করে প্রতিবাদ দেখা দিতে শুরু করেছিল। কিছু চিন্তাশীল মানুষ উপলবিদ্ধ করতে পেরেছিলেন যে শিল্পায়ন যেমন একদিকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরামের ব্যবস্থা করছে, অন্যদিকে তলিয়ে দিচ্ছে বহু মানুষকে দীনতার মধ্যে—নিঃসীম দারিদ্র্য, ক্ষয়, রোগ ও মৃত্যুর মধ্যে। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে মুষ্টিমেয় মানুষ যেমন বিপুল মুনাফা অর্জন করে স্ফীত হচ্ছে ঠিক তেমনই অসংখ্য মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে সর্বহারার ভিড়ে মিশে যাচ্ছে। তারা প্রশ্ন করলেন যে ঘিঞ্জি শহর রোগগ্রস্ত মানুষ, শোষিতের হাহাকার, ক্রমক্ষয়িষ্ণু জীবনমান এবং অপসৃয়মান মানবিকতা একদিকে, অন্যদিকে যন্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য ও বাণিজ্যের মুনাফা—এর কোনটি গ্রহণীয়? তাঁরা দাঁড়ালেন লাঞ্ছিত মানবতার পক্ষে, প্রতিবাদ করলেন যন্ত্রের কাছে মানুষের একতরফা বিকিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে, চাইলেন সর্বহারার পুনর্বাসন, সাম্য আর অধিকারের মধ্যে এবং ঘোষণা করলেন যে শিল্পায়নের মূল্য কখনো মানব অস্তিত্বের বলিদান হতে পারে না। শিল্প-বিপ্লবের নেতিবাচক ফলের বিরুদ্ধে এই আত্মিক জাগরণেই সমাজতন্ত্র নামে বিখ্যাত।

ডেভিড থমসন (David Thompson) বলেছেন যে, ১৮৪৮ সাল এবং মার্ক্সবাদের উত্থানের আগে 'সমাজতন্ত্র' ইউরোপের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার কাছে কোন ভয়ের এবং আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। তখন সমাজের সুবিধাভোগী রক্ষণশীলেরা আতঙ্কিত হত 'গণতন্ত্র' শব্দটির দ্বারা। অনেকদিন ধরেই সমাজতন্ত্র কতকগুলি পর্যায় পেরিয়ে বিকশিত হচ্ছিল। এগুলি ছিল সমাজতন্ত্রের প্রারম্ভিক, কল্পান্ত অভিসারী, স্থূল অর্থে মানবিক পর্যায়। অসংখ্য ধর্মীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায় তখন ছিল যারা একদিকে শিল্পায়নের যন্ত্রণা ও জাতীয় যুদ্ধের আলোড়নের বাইরে আমেরিকায় গিয়ে সরল যূথবদ্ধ সমাজজীবন উপভোগ করতে চাইত। তাদের কাছে সনাতন জীবনের জটিলতা ও আড়ষ্টতার বাইরে সমাজতন্ত্র একটি সরল জীবনবোধকে বোঝাত [David Thompson, Europe since Napoleon, Ch.7]। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমাজতন্ত্র (Socialism) এবং কমিউনিজম (Communism) এই দুইয়ের মধ্যে রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে কোন পার্থক্য করা হত না। তখন সমাজতন্ত্র যতখানি তার প্রাকৃতিক আশ্রয় পেয়েছিল ইউরোপে তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছিল আমেরিকায় যেখানে অফুরন্ত জমি ও স্বাধীন প্রবেশাধিকার ইউরোপের জীর্ণ রাজতন্ত্রগুলি থেকে মুক্তিকামী মানুষকে হাতছানি দিত। ["until after 1850 or so, socialism and communism [at first hardly distinguishable as political ideas) found that natural home not in Europe but in the United States, where abundance of land and free immigration offered a new mode of life to all who wanted to escape from the restored monarches of Europe"]। **রবার্ট ওয়েন** (Robert Owen) তাঁর নয়া

সাম্যের (New Harmony) যে পরীক্ষা ইন্ডিয়ানাতে করেছিলেন বা **এটিয়েঁ ক্যাবে** (Etienne Cabet) ইলিনয়েসে (Illinois) যে **আইকেরিয়ান কমিউনিটির** (Icarian community) পরিকল্পনা করেছিলেন তা সবই ছিল প্রারম্ভিক সমাজতন্ত্রের কল্পিত স্বপ্ন-ভুবন। মানবিক সাম্য (human equality) এবং স্ব-শাসন (self-government) এই দুইয়ের সম্মিলনে গড়ে ওঠা এক মার্জিত জীবন ছিল এই স্বপ্ন-ভুবনের বিষয় যা মার্ক্স-পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে চেয়েছিল। এই নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নালু সমাজতন্ত্রের দান। এই সমাজতন্ত্র অসার্থক নয় কারণ নয়া দুনিয়ার (New World)—আমেরিকার অপরিমিত সম্পদ ও অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে সাম্যবাদী সংগঠনের যে স্বপ্ন তারা দেখেছিল যে রক্ষণশীল ইউরোপের পুরানো দুনিয়ায় কোন সাম্যের ভুবন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নয়া দুনিয়ায়—অর্থাৎ আমেরিকায়—বিপুল মানুষের অভিবাসন রক্ষণশীল ইউরোপের পুরানো দুনিয়ার প্রতি, হতাশাকে ভিত্তি করেই প্রারম্ভিক সমাজতন্ত্রের স্বপ্নালু আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল [David Thompson-এর গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]।

১(খ).৩ ফরাসী দর্শন ও সমাজতন্ত্র

আদিপর্বের সমাজতন্ত্রের ধারণা অনেকটাই জন্ম নিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের দর্শন থেকে। রুশো (Rousseau), **এবে ম্যাব্লি** (Abbé Mably), **এলভেসিয়াস** (Helvetius) প্রমুখ দার্শনিকদের লেখা থেকে প্রথম পর্বের সমাজতন্ত্রের অস্পষ্টবোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল। রুশো লিখেছিলেন যে মানুষ জন্মে স্বাধীন, সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে— "Man is born free and everywhere he is in chains" (Contrat Social, I, i) ম্যাব্লি রুশোর সাথে সহমত হয়ে বলেছিলেন যে সম্পত্তি ও অধিকারের বৈষম্য থেকে জন্ম নেয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অমঙ্গল। তিনি স্পষ্ট করে লিখেছিলেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে (Private property) মেনে নিয়ে এবং তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে মানুষ সভ্যতার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এলভেসিয়াস লিখেছিলেন যে মানুষ শক্তি ও ক্ষমতায় জন্মগতভাবে সমান। সমাজ ও সরকারের অব্যবস্থা এই ক্ষমতার বৈষম্য আনে। অতএব তিনি দাবি করেছিলেন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার। আরেকজন ফরাসী দার্শনিক এই সময় প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি হলেন **ব্যারণ ডি হলব্যাক** (Baron d' Halbach)। তিনি রুশোর সামাজিক চুক্তি

প্রান্তলিপি

*রুশোর সামাজিক চুক্তি হবসের সামাজিক চুক্তির ঠিক বিপরীত। হবস বলেন যে প্রাক্ সামাজিক জীবনে মানুষ ছিল নিঃসঙ্গ, হিংস্র, হীন এবং জঘন্য। তারা শুধু আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য লড়াই করত। এই হিংস্র জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে একটি তৃতীয় শক্তির কাছে তাদের সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার সমর্পণ করল। এই তৃতীয় শক্তি হল রাষ্ট্র। সকলের আত্মসমর্পণকে আত্মসাৎ করে এক দুর্ধর্ষ, অপ্রতিরোধ, বেপরোয়া সংগঠন। আর সমস্ত মানুষ হয়ে রইল ক্ষমতাহীন প্রজা, রাষ্ট্রের কাজে বলিপ্রদত্ত। রুশো বললেন যে এক সামাজিক পরিবেশে মানুষ ছিল স্বাধীন, বর্বর হলেও মহান (Noble Savage)। নিজের এই প্রকৃত স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করার জন্য মানুষ সমাজ গঠন করল। তারা চুক্তি করল নিজেদের মধ্যে—একের সাথে অন্যের, সকলের সাথে সকলের চুক্তি। এই চুক্তির দ্বারা নিজেদের সম্মিলিত অস্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করল, কোন তৃতীয় পক্ষ বহিঃশক্তির কাছে নয়। এর ফলে যে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হল প্রত্যেক মানুষ হয়ে রইল সেই রাষ্ট্রশক্তির অংশ, তার অবিভাজ্য উপাদান। এইভাবে হবসের লেখা থেকে জন্ম নিল দায়িত্বহীন (irresponsible) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, আর রুশোর লেখা থেকে জন্ম নিল প্রজাতন্ত্র যা শাসিত হত সকলের সাধারণ ইচ্ছা বা General Will-এর দ্বারা।

অনুসরণ করে বললেন যে সমাজজীবনে সরকার ও জনগণের মধ্যে এক অলিখিত চুক্তি আছে। সরকারের কাজ হল মানুষের কল্যাণ করা, সাম্যের ভিত্তিতে তার মঙ্গলসাধন করা, জনগণকে স্বাধীনতা দেওয়া। এ কাজ থেকে বিরত হলে সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই।*

এইভাবে ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক কালে ফ্রান্সে সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তনের দর্শন আত্মপ্রকাশ করছিল। মনে রাখতে হবে যে ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে প্রায় একশত বছর ধরে ইউরোপে যে অর্থনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তার থেকেই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। চার্চ ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের (Church and Nobility) জমি রাষ্ট্র কেড়ে নিয়েছিল। তখন থেকে আলোচনা শুরু হয়েছিল সম্পত্তি ও তার অধিকার নিয়ে, প্রশ্ন উঠেছিল ব্যক্তি সম্পত্তি মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছিল গরীব মানুষের সম্পত্তিহীনতা যা তার দারিদ্রের সূচক তা সম্পত্তিবানদের ষড়যন্ত্রপ্রসূত এক বিরাট সামাজিক অপকর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। [দ্রষ্টব্য William Archibald Dunning, A HISTORY OF POLITICAL THEORIES : FROM ROUSSEAU TO SPENCER. Ch. IX]। এতৎসত্ত্বেও কার্ল মার্ক্সের আবির্ভাবের আগে সমাজতন্ত্র যে একটি মহান দর্শনে পরিণত হয়নি তার কারণ সে সময়ে বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা ভিন্ন বিষয় নিয়ে মগ্ন ছিলেন। উদারনীতিকরা (Liberals) ভাবতেন স্বাধীনতার আদর্শ (ideal of liberty) নিয়ে। গণতান্ত্রিকরা (Democrats) ভাবতেন সাম্যের আদর্শ (ideal of equality) নিয়ে। ফলে সমাজতন্ত্রীরা সাম্যকে একান্তভাবে নিজেদের বিষয় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। প্রারম্ভিক পর্যায়ে সমাজতন্ত্রীরা সৌভ্রাত্রের আদর্শ (ideal of fraternity) নিয়ে বেশি ভাবিত ছিল ["Just as liberals placed greatest emphasis on the ideal of liberty, and democrats on the ideal of equality, so socialists cherished particularly the ideal of fraternity"–David Thompson]। তাদের ধারণা ছিল এই যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভাল এবং সুন্দর। সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য নামক কৃত্রিম বিকৃতি না থাকলে প্রত্যেক মানুষ অন্য মানুষের সাথে ভ্রাতৃভাবে বিরাজ করত। প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতাই মানুষের প্রবৃত্তি-সঞ্জাত বাসনা (instinctive desire)। অতএব স্বাধীনতা (liberty) এবং সাম্য বা সমানাধিকারের (equity) আদর্শকে যদি প্রযোগযোগ্য বিষয় হিসাবে একটি যৌক্তিক বিন্দু (logical point) পর্যন্ত প্রসারিত করা যায় তবে আসবে আত্মপ্রকাশের জন্য পূর্ণ মুক্তি (Complete freedom of self-expression) এর সম্পত্তি ও সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সমানাধিকার (Complete equality of opportunity and of wealth)। ঠিক তখনই শুরু হবে সৌভ্রাত্রের রাজত্ব। ঐতিহাসিকের ভাষায় "...and the reign of fraternity would begin"।

স্পষ্টতই এই ধারণার মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের (liberty, equality and fraternity) বাণী দীপ্যমান। মনে রাখতে হবে প্রথম পর্বের সমাজতান্ত্রিক দার্শনিকেরা যারা ফরাসীদের বিপ্লব আদর্শ থেকে বাণী গ্রহণ করেছিল তারা শিল্পবিপ্লবের প্রবহমান ধারাকে ততটা সম্যকভাবে বুঝতে পারেননি যতটা বুঝতে পেরেছিলেন পরবর্তীকালের বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্-এর মতো দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদরা শিল্প-বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারলেও তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ইউরোপ অর্থাৎ পুরানো দুনিয়ায় এক শিল্প-মনস্কতা বা **শিল্পবাদ** (industrialism) আত্মপ্রকাশ করছে যার ভেতরে আছে নিঃসীম শোষণের একটা ছবি। এই শিল্পবাদ দরিদ্র ও বৈষম্যের কারণ একথা ভেবে তারা চেষ্টা করতেন এই শিল্পবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। প্রতিবাদ আন্দোলন সবল না হলে তার মর্যাদা থাকে না। ফলে প্রথম পর্বের সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ইউরোপে শিকড় গাঁথতে পারেনি ["often protesting against

industrialism as a new cause of property and inequality, early socialist movements could never find roots or room in Europe"—David Thompson] আরও পরে যখন সমাজতন্ত্রের তত্ত্বগুলি **লুই ব্লাঁ**-র (Louis Blane) মতো রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্রী (State socialists) বা **কার্ল মার্ক্স** (Karl Marx)-এর মতন বিজ্ঞানমনস্ক অর্থনীতিবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হল তখন সমাজতন্ত্রের দর্শন পূর্ণতালাভ করে ইউরোপের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়িত দেশগুলির দৈনন্দিন চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাকে নিজের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হল। তারপর থেকেই সমাজতন্ত্র ইউরোপের পূর্ণাঙ্গ মহাদেশীয় দর্শনের রূপলাভ করল।

১(খ).৪ প্রথম পর্বের কল্পান্তিক সমাজতন্ত্র

প্রথম পর্বের সমাজতন্ত্রীদের বলা হত **কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রী** (Utopian Socialists)। কল্পান্তিক শব্দটি এসেছে স্যার টমাস মোর-এর (Sir Thomas More) utopia বা **কল্পলোক** নামক গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থটিতে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের (Ideal State) বর্ণনা রয়েছে। কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রীদের পরিকল্পনা ছিল সমাজকে নতুন করে সংগঠিত করা এবং এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার আয়োজন করা যেখানে শ্রমের মুনাফা সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে। কল্পান্তিক সমাজতন্ত্র প্রারম্ভিক সমাজতন্ত্র যেখানে সমাজ পরিবর্তনের দর্শন ছিল প্রগাঢ়ভাবে স্বপ্নাবিষ্ট ও আচ্ছন্ন। সেখান থেকে যাত্রা করে সমাজতন্ত্র উনিশ শতকের শেষে এক বিজ্ঞান ভিত্তিক অর্থনৈতিক সূত্রের (Scientific economic formula) মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিল। কল্পান্তিকতা (Utopianism) এবং বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিকতা এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝে আছে নানা ধরনের সমাজতন্ত্র —রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্র (State Socialism), সিন্ডিক্যালিজম্ নৈরাজ্যবাদ (anarchism) আরও নানা সূক্ষ্ম ভেদাভেদ। আদ্যিকালের এক ঐতিহাসিক কেটেলবি (D. M. Ketelbey–*A History of modern times from 1789 to the Present Day* (p.337) লিখেছেন যে সমাজতন্ত্রের দর্শনের মধ্যে ২৬০ রকমের সমসাময়িক সংজ্ঞা লুকিয়ে আছে। এজন্য কথায় বলা হত যতজন সমাজতন্ত্রী আছে ঠিক ততরকম সমাজতন্ত্রের ভেদ রয়েছে— "There are as many varieties of socialism as there are socialists."

কল্পান্তিক পর্বের প্রথম প্রবক্তা হলেন রবার্ট ওয়েন (Robert Owen)। তাঁর সময়কাল ১৭৭১ থেকে ১৮৫৮। তিনি ছিলেন একজন ধনী শিল্প-নির্মাতা। **স্কটল্যান্ডে নিউল্যানার্ক** (New Lanark) নামক স্থানে তিনি একটি কারখানা শহর (factory town) তৈরি করেছিলেন। একে সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিকেরা প্রথম পর্বে একটি আদর্শ সমাজ (model society) বলে উল্লেখ করেছে। ওয়েন বিশ্বাস করতেন যে সারা পৃথিবীতে এরকম ছোট ছোট আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। এই রকম এক একটি সমাজে ১২০০ করে মানুষ থাকবে। তারা সবাই একটি মস্ত বড় বাড়িতে থাকবে এবং ক্ষেত খামার, কারখানা যেখানেই তারা কাজ করুক তাদের শ্রমের থেকে উদ্ভুত লাভের অংশীদার হিসাবেই সেখানে তারা বিরাজ করবে। ওয়েনের আদর্শকে সম্বল করে নিউ ল্যানাকের ছায়ায় কিছু কিছু সমাজ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারা কেউই স্থায়ী হতে পারেনি। ওয়েনের প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। তাঁর প্রেরণা থেকে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন ধরনের সমবায় আন্দোলন। শ্রমজীবী মানুষ জমিতে বা কারখানায় যেখানেই তার শ্রমদান করুক না কেন শ্রম থেকে সৃষ্ট মুনাফার অংশ তারা পাবে এই ভাবনাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল রবার্ট ওয়েনের আন্দোলনের ফলেই। মনে রাখতে হবে যে ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে ওয়েনের নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের মুক্তি।

কল্পান্তিক দার্শনিকদের মধ্যে আরেকজন প্রধান দার্শনিক ছিলেন কোঁৎ দ্য সেঁ সিমঁ (Comte De St. Simon)। তিনি একজন ফরাসী অভিজাত। তিনি ফরাসী বিপ্লব ও চলমান শিল্প-বিপ্লব থেকে তথ্য ও সচেতনতা গ্রহণ করে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং রাজনৈতিক বিপ্লবপ্রসূত প্রগতি যে বিপুল সামাজিক শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেছে তাকে সাধারণের স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত। বলা হয়ে থাকে যে সমাজের সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর স্বার্থে সমাজ সংগঠনের জন্যই তিনিই সর্বপ্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার উদ্ভাবন করেছিলেন ["Saint Simon was the first to announce a socialistic scheme for the reorganization of society in the interest of the most numerous class"—Charles Downer Hazen, Modern Europe upto 1945, ch. xv)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমস্ত উৎপাদনের হাতিয়ার (means of production) রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রেরই কর্তব্য হল শিল্পকে সংগঠিত করা। শিল্প সংগঠনের নীতি হবে একটাই, তাঁর ভাষায়— 'Labour according to capacity, reward according to services"—ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রমদান, সেবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরস্কার। এ কথার অর্থই হল যে কর্মের গুণগত প্রভেদ অনুযায়ী পুরস্কারের পার্থক্য তিনি মেনে নিয়েছিলেন। সমাজের বনিয়াদ অর্থনীতির মধ্যে প্রোথিত একথা জেনেই তিনি তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন—এক, পরজীবী অনুৎপাদকের হাত থেকে উৎপাদন প্রসূত সম্পদকে মৌল উৎপাদক শ্রেণীর (primary produces) নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিলেন, দুই, কর্মসংস্থানে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, তিন, উৎপাদনে সামাজিক মালিকানা বহাল রেখে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের দ্বারা তার প্রশাসন চালু করতে চেয়েছিলেন।

সেঁ-সিমঁর (Sanit Simon) সমসাময়িক ছিলেন **শার্ল ফুরিয়ের** (Charles Fourier)। তিনি ছিলেন **ফালাঁস্তার**-এর (Phalanstere) প্রবক্তা। ফালাঁস্তার হল একটি সহযোগিতামূলক উপনিবেশ। ফুরিয়ের মনে করতেন যে এই উপনিবেশ হল এক একটি সামাজিক একক। এরকম অনেক ফালাঁস্তার নিয়ে একটি করে সমাজ গঠিত হবে। প্রত্যেক ফালাঁস্তারে থাকবে ১৫০০ বা ১৬০০ মানুষ। তারা বাস করবে যৌথভাবে এক একটি অট্টালিকায় এবং তারা কাজও করবে একসাথে। এইভাবে যৌথ শ্রমদান ব্যবস্থার মধ্য থেকে যে আয় হবে তার শ্রমের সাথে সমানুপাতিক ভাগ সবাই পাবে। মানুষের আয় ও মর্যাদা যে সমান হবে না তা তিনি যেমন মেনে নিয়েছিলেন তেমন মেনে নিয়েছিলেন সম্পত্তির অধিকার। ফুরিয়ের মত অনেকটা ওয়েনের মতের কাছাকাছি ছিল। দুজনকেই উৎপাদকদের সমবায়ের প্রবক্তা বলে উল্লেখ করা হয়। সেঁ-সিমঁ এবং শার্ল ফুরিয়ের দুজনেই ছিলেন 'দূরকল্পী চিন্তাবিদ' (Speculative thinkers)। তাঁরা বাস্তব কর্মকুশল মানুষ ছিলেন না। কিন্তু তারা সমাজ পরিবর্তনের বোধকে জাগিয়ে ছিলেন, আর তুলে ধরেছিলেন একটি দর্শন যার ভিত্তিতে বৃহত্তর জনস্বার্থের কর্মসূচিকে কোন রাষ্ট্রিক প্রকল্পের মধ্যে আনা যেত। একজন দক্ষ মানুষ—রাজনীতিবিদ, দলের নেতা, জনগণের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার মতে সক্ষম এমন যে ব্যক্তি তিনিই এই প্রারম্ভিক সমাজতন্ত্রের কল্পান্তিক স্বপ্নকে সার্থক করতে পারতেন। এরকম একজন মানুষ ছিলেন **লুই ব্লাঁ** (Louis Blanc) যিনি জুলাই রাজতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র আসার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তাঁর লেখায় তিনি ফ্রান্সের শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন যে চলমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আড়াল করা আছে নিপীড়নের কী মহাশক্তি। তিনি সামাজিক অমঙ্গলকে উচ্ছেদ করে ন্যায় ও সাম্যের রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। বুর্জোয়াজির (Bourgeoisic) দ্বারা পরিচালিত সরকারকে তিনি ধনীদের, ধনীদের দ্বারা গঠিত ও ধনীদের স্বার্থে পরিচালিত